64

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 AUG 1996
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

এইচএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষা লইয়া জটিলতা

রেজানুর রহমান ॥ মাত্র ৩ মাসের ব্যবধানে একাধিকবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হওয়ায় দেশের ৫টি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি ব্যবহারিক পরীক্ষা নিয়া বিভ্রান্তি দেখা দিয়াছে। লিখিত পরীক্ষা শেষে নিজ কলেজে ব্যবহারিক পরীক্ষা দেওয়ার নিয়ম ইতিপূর্বে চালু ছিল। এই ক্ষেত্রে অভিযোগ তোলা হয় কলেজের নিরপেক্ষতা নিয়া। বলা হয়, অধিকাংশ কলেজ

(১১শ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ব্যবহারিক পরীক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

তাহাদের ছাত্র-ছাত্রীদের যোগ্যতা ছাড়াই ব্যবহারিক পরীক্ষায় নম্বর দিয়া থাকে। কাজেই বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন দরকার। ১৭ই জুলাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় হইতে এই ব্যাপারে একটি নূতন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সিদ্ধান্তে বলা হয়, এস,এস,সি ও এইচ,এস,সি'র ব্যবহারিক পরীক্ষা নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অনুষ্ঠিত হইবে। তবে ব্যবহারিক পরীক্ষায় পরীক্ষক থাকিবেন অন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন শিক্ষক। এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার সাথে সাথেই মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিভিন্ন পক্ষ হইতে বলা হয়, সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হইলে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে বিশৃংখলা দেখা দিতে পারে। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের দাবী উত্থাপিত হয়। মন্ত্রণালয়ে 'দেন-দরবার' শুরু হয়। ইহার প্রেক্ষিতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ৩রা আগষ্ট পুনরায় একটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তে বলা হইয়াছে "১৯৯৬ সালের এইচ এস সি পরীক্ষাসহ ভবিষ্যতে দেশের সকল বোর্ডের সকল পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষাসমূহ তাহাদের নিজ নিজ স্কুল/কলেজের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষাকেন্দ্রে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতে হইবে।" শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখন হইতে নিজ কলেজের পরীক্ষা কেন্দ্রে কেহই ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নিতে পারিবে না। সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা কেন্দ্রে সকলকে ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হইবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই নূতন সিদ্ধান্ত নিয়াও মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। বলা হইতেছে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হইলে অনেক মেধাবী ছাত্র ব্যবহারিক পরীক্ষায় তাহার যোগ্যতা অনুযায়ী নম্বর নাও পাইতে পারে। এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন কলেজের মধ্যে রেষারেষির প্রসঙ্গ তুলিয়া একটি সূত্র জানায়, কোন সিষ্টেম ভাল তাহা বলিতে পারিব না। তবে বর্তমান নূতন সিষ্টেম কার্যকর হইলে কোন পরীক্ষক ইচ্ছা করিলেই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কলেজের কোন মেধাবী ছাত্রের নম্বর কম দিয়া তাহার মেধা স্থান নামাইয়া দিতে পারিবে। অপর একটি সূত্রের মতে, সরকারের ঘোষিত নূতন পদ্ধতি মানা যাইতে পারে। তবে এই ক্ষেত্রে পরীক্ষকদের সততার প্রশ্নটিই হইল আসল।